যায়যায়দিন

তারিখ 20 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

এসএসসিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থান

- অভিভাবক ফোরাম : রবিবারের মধ্যে এ পদ্ধতি বাতিল করুন
- শিক্ষা সচিব : ২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নেই পরীক্ষা হবে

যায়াদি রিপোর্ট

আগামী রবিবারের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বাতিলের দাবি পূরণ না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে- গতকাল এ আল্টিমেটাম দিয়েছে অভিভাবক ফোরাম। আর গতকালই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার এক সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নেই এসএসসি পরীক্ষা হবে।

গতকাল সকালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আইডিয়াল স্কুলের সামনে অভিভাবক ফোরামের উদ্যোগে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করতে যান। কিন্তু পুলিশের বাধার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। সে সময় রবিবারের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বাতিল না হলে সন্তানদের শিক্ষা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন যখন চলছে তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ডে (এনসিটিবি) এ সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে এসএসসি পরীক্ষা হবে। এ সময় থেকে পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পরীক্ষা হবে বলেই এ বছর নবম-দশমের ২৩টি বইতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন রাখা হয়েছে। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীদের রেজাল্টে ডিজাস্টার হবে এ ধরনের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। বইতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নমুনা রয়েছে। তাছাড়া যাদের এ বিষয়ে ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে তারা এ মডেলে প্রশ্ন তৈরি করবে। দুই বছর শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতির চর্চা করবে। তারা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পাচটি আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় অংশ নেবে। তারা ক্লাসে শিক্ষকদের কাছে এ বিষয়ে জানবে, শিখবে।

উল্লেখ্য, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন নিয়ে অভিভাবকদের মনে শঙ্কার জন্ম হয়েছে। এ শঙ্কা দূর করতে আরো ব্যাপক প্রচারণার দরকার ছিল। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা আগামী মার্চ থেকে শুরু হবে বলে জানান তিনি।

মাধ্যমিকের নবম শ্রেণীর বইতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধনের কারণে বাজারে বই সঙ্কট হতে পারে। এ কথা মাথায় রেখে এ বছর দুই লাখ অতিরিক্ত বইও প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান আবদুল আউয়াল মজুমদার।

কিন্তু তারপরও এ বছর বাজারে বই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, এ বছর সরকারের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারিকরণ নীতিমালার আওতায় বেসরকারিভাবে বই প্রকাশ ও বাজারজাত করেনি। তাছাড়া সিডরের কারণে বই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা দ্রুত কাটিয়ে তোলার জন্য এরই মধ্যে ১৮ লাখ বই নতুন করে প্রকাশ করা হয়েছে। আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেন, আগামী রবিবার একযোগে ১৮ লাখ বই বাজারে আসবে।